অভিশাপ

কাজী নজরুল ইসলাম

আধুনিক বাংলা কবিতায় বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে, পৌরুষের আস্ফালনে দিগন্ত কাঁপিয়ে জড়ত্ব ও অবসাদকে কাটিয়ে কবি নজরুলের আবির্ভাব। রবীন্দ্র-যুগের কবি হয়েও প্রেম, অধ্যাত্মবাদ, সৌন্দর্্যবোধ প্রভৃতি কাব্য-প্রত্যয় ছেঁড়ে যোদ্ধা নজরুল সামরিক হুঙ্কার দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। এই নবীন প্রতিভাকে স্বাগত জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন — 'আয় চলে রে ধূমকেতু...'। নজরুলের পরিচয়ে এই 'ধূমকেতু' বিশেষণটি তাঁর কাব্যসত্তায় মজ্জাগত হয়ে মিশে আছে।

কবি নজরুলের প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি', ১৩২৬ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২২ সালে তাঁর প্রথম কাব্য 'অগ্নিবীণা' প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর অন্যান্য কাব্যগুলি হল — 'দোলন চাঁপা' (১৯২৩), 'বিষের বাঁশি' ও 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'পুবের হাওয়া' ও 'ফণি মনসা' (১৯২৫), 'সর্বহারা' ও 'চিত্তনামা' (১৯২৬), 'জিঞ্জীর' (১৯২৮), 'সন্ধ্যা' ও 'চক্রবাক' (১৯২৯), 'প্রলয় শিখা' (১৯৩০), 'নতুন চাঁদ' (১৯৪৫), 'মরু ভাস্কর' (১৯৫০), 'শেষ সওগাত' (১৯৫৮) — উল্লেখযোগ্য। নজরুলের মুখ্য পরিচয় কবি — তবে তিনি কয়েকটি উপন্যাস ('বাঁধন হারা', 'কুহেলিকা', 'মৃত্যু ক্ষুধা'), প্রবন্ধ এবং প্রায় আশিটি নাটক ('ঝিলিমিলি', 'আলেয়া', 'পুতুলের বিয়ে', 'মধুবালা', 'শিল্পী') লিখেছিলেন। নজরুলের সমধিক পরিচয় ও জনপ্রিয়তা সংগীতের ধারাতেও। নজরুলের সাহিত্য সৃষ্টির পর্ব মাত্র কুড়ি বছরের (১৯২২ - ১৯৪২)। ১৯৪২ সালে দুরারোগ্য ব্যধিতে বাক্ শক্তি হারাবার পর প্রায় চৌত্রিশ বছর জীবন্মৃত অবস্থায় থেকে ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। নজরুলের অবদানকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'জাতীয় কবি' মর্্যা২দায় ভূষিত করেছে।

কবিতা পরিচয়

'অবিশাপ' কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের 'দোলন চাঁপা' কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা। ড. সুনীল কুমার গুপ্তের লেখা 'নজরুল চরিত মানস' গ্রন্থে 'দোলন চাঁপা' কাব্য রচনাকালে কবির মানসিক পরিচয়ের আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় । ড. সুনীল কুমার গুপ্ত লিখেছেন — '... নজরুলের প্রথম বিবাহের ব্যর্থতা এবং প্রমীলার সঙ্গে প্রণয় ব্যাপারের সংশয় ও অনিশ্চয়তা তাঁর কবিসত্তাকে বিচলিত ও উদ্বেলিত করে। 'দোলন চাঁপা'র মধ্যে কবির প্রেম সম্পর্কিত অস্থির মানসিকতা ধরা পড়েছে। প্রেমিকের বিচিত্র প্রণয়লীলা ও তার মান অভিমান, অনুরাগ বিরাগ, দ্বন্দ্ব সংশয় প্রভৃতি সব রকম ভাবই 'দোলন চাঁপা' কাব্যে বিধৃত হয়েছে।' এই তথ্যসূত্রটি 'অভিশাপ' কবিতাটি পাঠের একটি অভিমুখ নির্দেশ করে। তবে কবি-র প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে কবিতা-কে মিলিয়ে পাঠ করলে কবিতার আত্মঘাত হয়ে পড়বে — তাই তথ্যে নয়, পাঠের অভিমুখটি কবিতা থেকে নির্বাচন করতে হবে।

'অভিশাপ' কবিতাটি উত্তম পুরুষের জবানীতে একজন প্রেমিকের বয়ান। এই বয়ানের দুটি দিক রয়েছে — আগামীতে বা ভাবী বিরহের মধ্য দিয়ে প্রেমিকা উপলব্ধি করবে প্রেম ও প্রেমিকের শূণ্যতা এবং আজকের উপেক্ষার প্রতিফল আগামী দিনে বিরহের বেদনা নিয়ে আসবে — সেই বিরহ তাকে (প্রেমিকাকে) দগ্ধীভূত করবে। কবিতার সপ্তম স্তবকের কবিতার নায়ক বলেছেন —

'পড়বে মনে, সে কোন রাতে
এক তরিতে ছিলে সাথে,
এমনি গাঙে ছিল জোয়ার,
নদীর দুধার এমনি আঁধার,'

এই বাচনে একটি ইঙ্গিতসূত্র পাওয়া যায় — কবিতার নায়ককে ছেঁড়ে তার প্রেমিকা চলে গিয়েছে, সেই বেদনায় এবং ফিরে পাবার আশার (১১তম স্তবক) অভিব্যক্তি কবিতায় ফুটে উঠেছে।

কবিতার পাঠ বিশ্লেষণ

কবিতাটিতে এগারটি স্তবক আছে। প্রতিটি স্তবক নয় পঙক্তির বিশেষ শয্যায় বিন্যস্ত হয়েছে এবং প্রতিটি স্তবকের শেষে একটি ধ্রুব পদের মতো পঙক্তি উচ্চারিত হয়েছে — 'বুঝবে সেদিন বুঝবে'।

প্রথম স্তবকের শুরু হয়েছে একটি বিরহের সুর দিয়ে। প্রেমিকা তাকে ছেঁড়ে চলে গিয়েছে এবং কবিতার নায়কও একদিন থাকবে না বা বিরহের দহনে মারা যাবে — সেদিন প্রেমিকা পুনরায় ফিরে আসতে চাইলে বা তাকে খুঁজলে কোথাও আর পাবে না। তাই আজ নয়, কাল নয়, কোনও একদিন যখন প্রেমিকা উপলব্ধি করবে হয়তো সেদিন কবিতার নায়ক আর থাকবে না — সেই শূণ্যতার দিনে তার মূল্য প্রেমিকা বুঝতে পারবে। প্রেমিকের শূণ্যতা উপলব্ধি করে প্রেমিকা 'অস্তপারের সন্ধ্যাতারা'র কাছে যখন সন্ধান চাইবে তখন প্রকৃত প্রেম ও প্রেমিককে বুঝতে পারবে। কবিতার এই সূচনা মনে করিয়ে দেয় 'বৈষ্ণব পদাবলী'র রাধিকার অভিশাপকে। প্রবাসী কৃষ্ণের বিরহে বিরহিণী রাধা বলেছিল 'মরিয়া হইব ত্রিনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা' কিংবা রাধা বেশে তুমি যখন যমুনায় জল আনতে যাবে তখন 'ত্রিভঙ্গা হইয়া মুরলী বাজাব' — এভাবে নিজের বিরহ এবং উপেক্ষিত অস্তিত্বের মূল্য বোঝাতে চেয়েছে।

সেদিন হয়তো তুমি 'ছবি আমার বুকে বেঁধে' মরু, কানন, গিরি, সাগর, আকাশ, বাতাস সব জায়গায় আমাকে খুঁজবে — 'বুঝবে সেদিন বুঝবে'। অনুসন্ধানের এই স্থাঙ্গুলি নির্দেশ করে বিরহের বেদনায় পৃথিবী মন্থন করে প্রিয়তমকে ফিরে পাবার বাসনায়।

কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে ঘুমিয়ে থাকা বা অচেতনের মধ্যে বিরহের বেদনার কথা বলা হয়েছে। সেদিন প্রেমিকা অনুভব করবে স্বপ্নের মধ্যে 'কাহার যেন চেনা ছোঁয়ায়' তার ঘুম ভেঙে যাবে এবং বুকে ছমক লাগবে। তখন হয়তো অনুভব করবে 'আমিই এসে / বসনু বুকের কোলটি ঘেঁষে'। রাতের প্রসঙ্গো দুটি প্রসঙ্গা উঠে আসে — প্রিয়তম-প্রিয়তমা পরস্পরকে তখন প্রথমত শারীরিকভাবে নিবিড় আলিঙ্গানে কাছে পায়, দ্বিতীয়ত বাহ্যিক বা সাংসারিক সব সুখ-দুঃখ, পাওয়া না পাওয়া, কিংবা দূরত্ব ঘুচে গিয়ে উভয়ে মানসিকভাবেও নিকটে আসে। কবি সচেতনভাবে সম্পর্কের দ্বিতীয় চলনটিকে ইঙ্গিত করেছেন। জৈবিকতা নয় প্রেম দেহকে আধার করেও এক মানসিক সম্পর্ক, তাই কবির লক্ষ্য। সেই তখন প্রিয়তমকে নিবিড় আলিঙ্গানে আকড়ে ধরতে গিয়ে বুঝবে — 'শূণ্য শয্যা ! মিথ্যা স্বপন !' — এ যেন বৈষ্ণব পদাবলীর 'ভাব সম্মিলন'। তখন প্রেমিকা বুঝবে দূরে ঠেলে দেওয়া বিরহের 'বেদনা'।

তৃতীয় স্তবকে গানের রেওয়াজের সময় বিরহের অনুভবের কথা বলা হয়েছে। 'সেই যে পথিক তার শেখানো গান না ?' — এই জিজ্ঞাসার সূত্রে জানা যায় কবিতার নায়ক একজন সুর স্রষ্টা গায়ক ছিলেন এবং তার কাছে গান শেখার সূত্রেই উভয়ের প্রেম গড়ে উঠেছিল। গানের সেই রেওয়াজের সময় 'সোহাগে'র কথা মনে পড়বে — আর বেদনা ব্যক্ত হবে অব্যক্ত ভাষায়, গানের সুরে (বেহাগ)। তখন বুঝবে কতখানি 'ফাঁকি' দিয়েছ। তখন প্রেমিকার কন্ঠ জুড়ে বেদনার সুর বাজলেও —

'অশ্রু-হারা কঠিন আঁখি
ঘন ঘন মুছবে —
বুঝবে সেদিন বুঝবে।'

কবিতার প্রথম তিনটি স্তবকের পর কবি নজরুল প্রেমের বেদনাকে ঋতু বৈচিত্র্যে রূপ দিয়েছেন। বর্ষার প্রলয়ঙ্করী রূপের অবসানে প্রকৃতিতে নেমে আসে শরতের পরশ, ছড়িয়ে পড়ে শিউলির সুবাস। বাংলার ঘরে ঘরে বেজে ওঠে মিলনের সুর। সেই প্রিয় ঋতুতে 'তুলতে সে ফুল (শিউলি) গাঁথতে মালা কাঁপবে তোমার কঙ্কণ'। সেদিন কল্পনা করবে শিউলির সাদা স্তূপের নিচে শায়িত রয়েছে 'মোর সমাধি'। সেদিন তুমি কেঁদে উঠবে এবং আমার মৃত্যু বিচ্ছেদে তোমার 'বুকের মালা করবে জ্বালা' — 'বুঝবে সেদিন বুঝবে'।

শরতের আরেক চিত্র পাওয়া যায় শিশিরের ছোঁয়ায়। সেই নিঃশব্দ শিশির পড়ার রাতে আরেক প্রেমিকের বুকে মাথা রেখে মিলনের আঘ্রাণ তুমি পেতে চাইবে। কিন্তু সেই শরীরী মিলনের পর উপলব্ধি করবে প্রেমে

উৎসর্গীকৃত 'এই মরণ-পথের যাত্রী'কে। দ্বিতীয় প্রেমিকের কাছে না পাওয়া প্রেমের বেদনায় সেদিন আমার প্রেম বা আমাকে বুঝবে। প্রেমিকের বয়ানে, কবির ভাষায় —

'বঁধুর বুকের পরশনে
আমার পরশ আনবে মনে —
বিষিয়ে ও বুক উঠবে —
বুঝবে সেদিন বুঝবে।'

বক্তব্যের দুটি ইঙ্গিত রয়েছে — প্রথম প্রেমিকের মূল্য উপলব্ধি করবে এবং দ্বিতীয় প্রেমিকের বুকের আলিঙ্গানে উপলব্ধি করবে ধর্ষকাম স্পর্শ। সেই ধর্ষকাম স্পর্শে প্রেমিকা উপলব্ধি করবে নারীর লুণ্ঠিত ইজ্জত।

মিলনের আকুতি বোঝাতে শীতের ঋতু-চিত্রে কবি দেখিয়েছেন একাকী শয্যার বেদনা। শীতের রাত আসবে কিন্তু কবিতার নায়ক বা প্রেমিক পুরুষ ফিরে আসবেন না। সেই শীতের রাতে একাকী শয্যায় প্রেমিকা উপলব্ধি করবে —

'তোমার সুখে পড়ত বাধা থাকলে যে-জন পার্শ্বে,
আসবে নাকো আর সে।'

এরপরই নায়ক উচ্চারণ করেছে প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানকে। একদা এই শীতের রাতে, মিলনের উষ্ণ শয্যায় 'মুখ ফিরিয়ে থাকতে ঘৃণায়'। আর সেই ঘৃণাকে প্রেমিক পুরুষ 'বিছানায়' পাঠিয়ে দিত — হয়তো ঘৃণার বেদনায় চোখের জলে পাঠিয়ে দিত বিছানায়। সেই বিছানায় শুয়ে আজ (শীতের রাতে) প্রেমিকার কাছে সুখের শয্যা হয়ে উঠেছে কাঁটা বিছানো শয্যা।

প্রেমিকের প্রতি ঘৃণার কথা বলার প্রেমিক পুরুষ দূরে চলে গিয়েছেন। অর্থাৎ এগার স্তবকের কবিতার এই মধ্য বা ছয় সংখ্যক স্তবকে বিচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। কাকতালীয়ভাবে এই বিচ্ছেদের স্তবক ভিত্তিক প্রসঙ্গ নাটকের পঞ্চসন্ধি-র ক্লাইম্যাক্স তুল্য হয়ে উঠেছে।

কবিতার সপ্তম স্তবকে নদীকে জীবন ও নদীর জোয়ারকে যৌবনের উপমানে কবি প্রেমের বিচ্ছেদকে দেখিয়েছেন। প্রেমিকার শরীরে আবার জোয়ার আসবে, তখন অন্য কেউ তার নর্ম-সহচরী হবে — যৌবনের শরীরী কামনায় প্রেমিকা মুখর হয়ে উঠবে। সেদিন হয়তো প্রেমিকার মনে পড়বে — এমন দিন, এমন মিলনের দিন, এমন মধু বসন্ত কোন একদিন এসেছিল। প্রেমিকের কথায় — 'এমনি গাঙে ছিল জোয়ার, / নদীর দুধার এমনি আঁধার, / তেমনি তরি ছুটবে —'। হয়তো সেই মিলনঘন উদ্দামতার মাঝে এই পুরাতন প্রেমিককে মনে পড়বে। মিলনের সুর সেদিন অব্যক্ত কান্না নিয়ে আসলে 'বুজবে সেদিন বুঝবে'।

কবিতার অষ্টম স্তবকটি যেন সপ্তম স্তবকের পরবর্তী কথা। মধুলোভী মৌমাছি যেমন মধু পান করে উড়ে যায় — কবিতার নায়ক তেমনি চিত্রকল্পে দ্বিতীয় প্রেমিকের স্বভাব তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয় প্রেমিক যেদিন তোমাকে অবহেলা করবে সেদিন 'ভাঙবে তোমার সুখের মেলা'। সেদিন সময় থমকে যাবে, 'দীর্ঘ বেলা কাটবে না আর'। সেদিন প্রেমের আঘাত বুঝবে — সেদিন 'মরণ সনে যুঝবে'। সেই মৃত্যু যন্ত্রণার আঘাতে 'বুঝবে সেদিন বুঝবে'।

কবিতার নবম স্তবকে চৈত্র রাতে দোলন চাঁপা ফুটে ওঠা বা আকাশে তারা ঝলমলে রাতের চিত্রে বেদনাকে কবিতা-চিত্রে এঁকেছেন। প্রকৃতি যখন প্রচণ্ড রৌদ্র কিরণে ঝলসে ওঠে, বসন্তের সাজ অবলুপ্ত হয় — সেই প্রতিকূল পরিবেশে নতুন প্রাণের উন্মাদনা নিয়ে আসে চম্পা বা চাঁপা বা দোলন চাঁপা। আবার দিনের আলো নিভে গেলে আকাশে, বিশেষত মেঘ শূণ্য আকাশে তখন তারার মেলা। এই বসুন্ধরায় সেদিন হয়তো প্রেমিক থাকবে না — মৃত্যুর পরলোকে গিয়ে ফিরে আসবে দোলন চাঁপা বা আকাশের তারায়। সেদিন এই ফুল বা তারায় তারায় বিরহিত প্রেমের বেদনা বাজবে।

বসন্তের দাবদাহের পর যখন বৈশাখের নিদাঘ হানবে, উঠবে প্রলয় ঝড় তখন প্রেমিকা হাত বাড়াবে হাত ধরতে — সেই ক্ষণে বুঝবে প্রত্যাখ্যাত প্রেমকে, বুঝবে প্রেমিককে। আসবে ঝড়, নদীতে তুফানের নাচ, সকল বাঁধন ছিঁড়ে যাবে, ঝড়ের ঝাপটে কুটির কেঁপে উঠবে, ভয়ে বুকে কান্না আসবে — তখন পড়বে মনে 'নেই সে সাথে / বাঁধতে বুকে দুঃখ-রাতে'। প্রাকৃতিক সেই বিপদের মাঝে পড়েমীকা ণীজেড় গালে চুম্বন চাইবে, চাইবে

আদর, 'মাগবে ছোঁয়া' — সেদিন প্রেমিককে প্রত্যাখ্যানের বেদনা বুঝবে। বিরহের এই অনুষঙ্গে 'বৈষ্ণব পদাবলী'র মাথুর পর্্যায় স্মরণে আসে। বর্ষার বিরহে বিদ্যাপতির রাধিকা বলে উঠেছে— 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূণ্য মন্দির মোর' এবং তার উপলব্ধি 'ফাটি যাওত ছাতিয়া'। আলোচ্য কবিতার সেই প্রেমিকার মনে রাধিকার মতো প্রেমের রতি থেকে আরতির উত্তরণ ঘটেনি — সবই নায়কের নির্মাণে বেদনার চিত্র আঁকা হয়েছে।

কবিতার একাদশ তথা শেষ স্তবকে নায়ক বলেছে —

'আমার বুকের যে কাঁটা-ঘা তোমায় ব্যথা হানত,
সেই আঘাতই যাচবে আবার হয়তো হয়ে শ্রান্ত —
আসবে তখন পান্থ।'

অর্থাৎ প্রেমিকাও প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বেদনায় প্রেমকে উপলব্ধি করবে, আর তখন প্রেমিক পুরুষ এসে উপস্থিত হবেন। আসলে প্রিয়তমাকে ফিরে পাওয়ার আশা প্রাণের শেষ প্রাণ বায়ু পর্্যকন্ত— এভাবে প্রেমিক পুরুষ প্রেমের তর্পণ করে চলেছেন। তাই তার আশা —

আপনি সেদিন সেধে-কেঁদে
চাপবে বুকে বাহুয়ে বেঁধে,
চরণ চুমে পুজবে।
বুঝবে সেদিন বুঝবে।'

আর্ত সমর্পণে লজ্জা নেই, এভাবেই প্রেমিকা ফিরে এসে যেন প্রেমিকের কাছে বাহুবন্ধ হয়ে ধরা দেবে এবং প্রেমকে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করবে।

কবিতাটি এগারটি কোলাজে প্রত্যাখ্যাত প্রেমের বিরহ-জ্বলনের মধ্য দিয়ে প্রেমের প্রদক্ষিণ হয়ে উঠেছে। এই প্রদক্ষিণকে নাটকের ভাষায় বলা যায় 'Monologue'। তবে 'Monologue' হলেও বলতে হয় প্রতিটি অনুভবকে প্রেমিকার পক্ষেই দেখানো হয়েছে। এই প্রদক্ষিণের শুরু হয়েছিল হারিয়ে যাওয়ার অনুসন্ধান দিয়ে এবং আঘাতের মধ্যে শান্তির আশায় শেষ হয়েছে । তবে এই শেষের চিত্রে কবি অভিশাপকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন — বৈষ্ণব পদাবলীতে দশ দশার অন্তিম অবস্থা ছিল মৃত্যু। কবি তেমন কোন চিত্র আঁকেণনি, বা ইঙ্গিত দেননি। 'ছোটগল্পে'র প্লট ভাবলে বলতে হয় শেষ স্তবকে প্রেমিকার আঘাত প্রার্থনার পর অকথিত গল্পে থাকে মৃত্যুর ইঙ্গিত। কবিতার প্রেমিক পুরুষ প্রেমের মর্ম বোঝাতে চেয়েছে, চেয়েছে প্রেমিকা যেন ফিরে আসে — তবে মৃত্যুর কোলে পাঠিয়ে প্রেমিকাকে চিরতরে হারাতে চায়নি। কবিতার কোলাজগুলিকে একটি রেখাচিত্রে দেখানো যেতে পারে —

সখার (দ্বিতীয় প্রেমিক) অবহেলা

↓

দোলন চাঁপা-র (চৈত্র রাতে) ফোঁটা

↓

ঝড়ের রাত

↓

আঘাত প্রত্যাশা (প্রত্যাখ্যাত প্রেমের আঘাত) আঘাতের শান্তি

চিত্রগুলিকে নিবিড় পর্্যতবেক্ষনে ধরা পড়ে– ঋতু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে প্রেমের প্রত্যাশা ও অপ্রাপ্তির বেদনাকে কবি চিত্রিত করেছেন। এ যেন এক প্রেমের সাধনা। যে সাধনার শেষে প্রেমিক বারংবার অভিশাপ দিয়েছেন 'বুঝবে সেদিন বুঝবে'। এই অভিশাপের বিপরীতে আরেকটি ভাবও রয়েছে — প্রেমিক যেন অভিশাপ দিয়ে বোঝাতে চাইছে সেই প্রেমিকার জীবনের সবচেয়ে ভালো রাখার যোগ্য, সেই সবচেয়ে বড়ো প্রেমিক, সেই প্রেমিকার দ্বিতীয় হৃদয়, সেই প্রেমিকার শুভাকাঙ্ক্ষী। প্রেমিকের অভিশাপ যেন দ্ব্যর্থবোধক অর্থে প্রেমের তর্পণ।

MCQ প্রশ্নোত্তর

1. 'অভিশাপ' কবিতাটি কোন কাব্যের ?
   উঃ দোলন চাঁপা।
2. 'অভিশাপ' কবিতায় কতগুলি স্তবক আছে ?
   উঃ ১১ টি।
3. 'অভিশাপ' কবিতাটি কোন পুরুষের জবানীতে লেখা ?
   উঃ উত্তম পুরুষ।
4. কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কাব্য কোনটি ?
   উঃ বিদ্রোহী।
5. 'যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে।' — কী জাতিয় বাক্য গঠন ?
   উঃ জটিল বাক্য।
6. 'অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে —' — সন্ধ্যাতারা প্রকৃত পরিচয় কী ?
   উঃ শুক্র গ্রহ।
7. 'অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছবে —' এখানে 'অস্তপার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?
   উঃ পশ্চিম সমুদ্র পার (আরব সাগর)।
8. উভিশাপ' কবিতাটি কোন রসের কবিতা ?
   উঃ শৃঙ্গার।
9. 'ফিরবে মরু কানন গিরি / সাগর আকাশ বাতাস চিরি' — কোন প্রসঙ্গে এই স্থানগুলিতে অনুসন্ধানের কথা বলা হয়েছে ?
   উঃ প্রিয়তমকে ফিরে পেতে।
10. 'স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে' — চমকে উঠে নায়িকা কি অনুভব করবে ?
    উঃ পরিচিত শারীরিক স্পর্শ।
11. 'স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে' - চমকে উঠে নায়িকা বা প্রিয়তমা কি ভাবতে বসবে ?
    উঃ বুকের কোল ঘেষে প্রিয়তম বসে আছে।

12. ‘স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে’ — তখন প্রিয়তমা কী করতে উদ্যত হবে ?
উঃ ভালোবেসে আকড়ে ধরতে।
13. ‘স্বপন ভেঙে নিশুত রাতে জাগবে হঠাৎ চমকে’ — তখন প্রিয়তমকে না পেয়ে নায়িকা কী করবে ?
উঃ বেদনাতে চোখ বুঝবে।
14. গানের রেওয়াজ করতে বা গান গাইতে বসলে প্রিয়তমা-র কী ঘটবে ?
উঃ কন্ঠ ছিঁড়ে কান্না আসবে।
15. প্রিয়তমা গান গাইতে বসলে তার গান শুনে সকলে কার গান বলে জানতে চাইবে ?
উঃ পথিক।
16. ‘সেই যে পথিক তার শেখানো গান না ?’ — বক্তা কে ?
উঃ গানের শ্রোতাবৃন্দ।
17. ‘সেই যে পথিক তার শেখানো গান না ?’ — এখানে ‘পথিক’ কাকে বলা হয়েছে ?
উঃ প্রিয়তম।
18. ‘সেই যে পথিক তার শেখানো গান না ?’ — কাকে উদ্দেশ করে ইএ প্রশ্ন ?
উঃ প্রিয়তমা।
19. বেহাগের সুরে আসলে কী প্রকাশিত হবে ?
উঃ প্রেমিকার কান্না।
20. কার বিচ্ছেদ বেদনার কান্না বেহাগের সুরে ফুটে উঠবে ?
উঃ প্রিয়তমা।
21. কখন প্রেমিকার মনে হবে যে সে ‘অনেক ফাঁকি’ দিয়েছে ?
উঃ গান গাওয়ার সময়।
22. প্রেমিকার অঙ্গানে কী ফুলের গাছ ছিল ?
উঃ শিউলি।
23. শিউলি ফুল কোন ঋতুতে ফোটে ?
উঃ শরৎ।
24. শিউলি ফুলের মালা গাঁথার সময় প্রেমিকার হাতের কোন অলংকার কেঁপে উঠবে ?
উঃ কঙ্কণ।
25. বিচ্ছেদ বেদনায় প্রেমিকার সঙ্গো কে কেঁদে উঠবে ?
উঃ কুটির-অঙ্গান।
26. প্রেমিকের সমাধি কোন কোন ফুলে ঢাকা থাকবে ?
উঃ শিউলি ফুল।
27. ‘অভিশাপ’ কবিতায় আশ্বিন মাসের কোন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে ?
উঃ শিশির পাত।